"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে নিজেরই তন-মন-ধন দিয়ে ভারতকে পবিত্র বানানোর সার্ভিস করতে হবে, এই ভারতকে মায়া রাবণের থেকে লিবারেট (মুক্ত) করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা দেহী-অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করে, তারা কোন্ চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়?

*উত্তরঃ - এই পুরানো শরীরের কর্মভোগ যা প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন রূপে ভোগ করতে হয়, হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করতে হয়, এইসব চিন্তা থেকে তারা মুক্ত হয়ে যায়, কেননা তাদের বুদ্ধিতে থাকে - এখন তো আমাদেরকে পুরানো হিসেব নিকেশ পরিশোধ করে কর্মাতীত হতে হবে। পুনরায় অর্ধেক কল্পের জন্য কোনও রোগ আমাদের কাছে আসতে পারবে না। বাবা এইরকমই ফার্স্ট ক্লাস নেচার কিওর (প্রাকৃতিক শুশ্রুষা) করেন, যাতে অসুখের নাম-চিহ্নই থাকবে না।

*গীতঃ- তুমিই মাতা, পিতাও তুমি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। বাচ্চারা জানে যে আমরা পতিত-পাবন মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছি। পতিত ভারতকে পাবন বানানোর জন্য শ্রীমৎ অনুসারে চলছো, কেননা তোমরা বাচ্চারা এখন তোমাদের নিজের পরমপিতা পরমাত্মার সার্ভিসে তৎপর আছো। বাবাও এই সার্ভিসে রয়েছেন। এটা তো বাচ্চারা স্পষ্টভাবে জানে যে ভারত একসময় পবিত্র ভূমি ছিল। এখন পতিত হয়ে গেছে। ৫ হাজার বছর আগে পবিত্র দুনিয়া ছিল। জগৎবাসী এইসব কথা কিছুই জানে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে তন-মন-ধন দিয়ে ভারতের সেবা করছো। ভারতকে মায়া রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে রামরাজ্য স্থাপন করছো। এটা তো তোমরা যেকাউকে বোঝাতে পারো। আমরা পতিত ভারতকে পাবন বানাতে এসেছি, তারজন্য অবশ্যই নিজেকে পবিত্র হতে হবে। পবিত্রতার কারণেই ঝগড়া হয়। কোনও না কোনও কারণে কষ্ট হয়েই থাকে। তাদের হলো হিংসক লড়াই, তোমাদের লড়াই হল ৫ বিকার রূপী রাবণের সাথে। তোমরা এটাও জেনে গেছো যে কল্প কল্প আমরা শ্রীমত অনুসারে চলছি। এইসময় সমগ্র দুনিয়ার মানুষ রাবণের মতে চলছে। শ্রীমতের দ্বারা তোমরা দৈবী মত্ অনুসরণকারী দেবতা হচ্ছো। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছো। তোমরা সমগ্র দুনিয়াকে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছো। অসীম জগতের বাবা বাচ্চাদের কাছে আসেন। বাচ্চারা বলে যে আমরা তন-মন-ধন দিয়ে ভারতকে পুনরায় দৈবী রাজ্য বানাই কেননা ভারত সত্যযুগের আদিতে রাজস্থান ছিল। এখন আমরা দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি। যেরকম বাপু গান্ধীজি তন-মন-ধন দিয়ে সেবা করেছিলেন। জেলে গিয়েছিলেন, তো তন দিয়ে সেবা হল তাই না। মনও তাতে লেগে ছিল। এখন তোমরা জানো যে বাবা মায়া রাবণ থেকে লিবারেট করছেন। ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা আর তিনি ভারতের বাপুজি ছিলেন। সব জায়গার বাপুজি ছিলেন না। এমনিতেও বয়স্ক মানুষকে বাপুজি বলা হয় । মেয়রকেও বাপুজি (পৌরপিতা) বলা হয় । ফাদার্স তো অনেক আছে। তোমাদের ফাদার হলেন এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। অসীম জগতের বাবা হলেন এক শিববাবা, তিনি ভারতকে পাবন বানানোর সেবাতে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্যই কোনও শরীরের আধার নিয়ে এসেছিলেন। সাথে সহায়ক-ও থাকবে। একলা তো থাকবেন না। তোমরা হলে শিব-শক্তি সেনা। তোমরা খুব সহজেই বোঝতে পারবে। তারা ভারতকে স্বাধীন করতে কতকিছু সহ্য করেছেন। অবলা নারীরাও জেলে গেছে। বেশী দুঃখ পুরুষরা বর্ণ করেছিল। মাতারা, বিষের কারণে এখন পুনরায় তোমাদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে।

তোমরা বোঝাতে পারো যে বাবা এসে গেছেন নতুন সৃষ্টি রচনা করার জন্য। তাই সবার আগে ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণ, পুনরায় তোমরা দৈবী অর্থাৎ বিষ্ণুর বংশাবলীতে আসবে। এটা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা বাবার সাথে সহায়তাকারী হয়েছি। শ্রীমৎ অনুসারে সহস্রাধিক লক্ষাধিক মানুষকে চলতে হবে। বাপুজিরও অনেক সেনা ছিল। তাদের মধ্যে কেউ খুব সুপরিচিত ছিল আবার কেউ সাধারণ ছিল। সেই বাপুজি বিদেশীদের থেকে মুক্ত করেছেন। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে রাবণ শত্রুর থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন। যেরকম সেই বাপুজি বলতেন - আমরা স্বরাজ্য স্থাপন করছি। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা শ্রীমতে চলে দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি। প্রতি কদমে শ্রীমৎ নিতে হবে। শ্রীমতে চলেই শ্রেষ্ঠ হবে। প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন হল নিজস্ব। কর্মাতীত অবস্থাতে আসার জন্য অন্তিম সময় পর্যন্ত পুরুষার্থ করতে হবে। কর্মাতীত অবস্থা এখনও আসেনি। এখনও অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। কর্মাতীত অবস্থা হলো সেই স্থিতি যখন শরীরের কোনও দুঃখ অনুভব হবে না। পুরানো শরীরে তো

অন্তিম সময় পর্যন্ত দুঃখ হতেই থাকে। এমন নয় যে সবাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কর্মভোগ ভুগতেই হবে। কর্মাতীত অবস্থা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ মায়ার তুফান, কর্মের হিসেব নিকেশের ভোগ চলেই আসবে। তার চিন্তা করবে না। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলছেন দেহী-অভিমানী ভব। এই শব্দ এখনকারই, যেটা গাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ তো জানে না যে এর অর্থ কী? এখন তোমরা জানো যে সোল কনশাসের দ্বারা আমরা একলা হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে পারি। এখন সোল কনশাস (আত্মাভিমানী) হতে হবে। পুরুষার্থ করতে হবে - আমি হলাম আত্মা, বাবাকে স্মরণ করছি। সর্বব্যাপী বললে আমরা কাকে স্মরণ করবো? বাবা বুঝিয়েছেন শান্তিলাভের জন্য কোথাও যেতে হবে না। কর্ম তো করতেই হবে। অশরীরী হয়ে থাকতে হবে। আমি হলাম আত্মা, এসব হল আমার অর্গ্যান্স্ (কর্মেন্দ্রিয়)। আত্মার স্বধর্মই হল শান্ত। আমরা (খোল করতাল ইত্যাদির) বাজনা বাজাই না। সেই সন্ন্যাসীরা তো হঠযোগ ইত্যাদি করে, প্রাণায়াম করে। তারা অনেক প্রয়াস করে, গুহার মধ্যে গিয়ে প্রয়াস করে। এখানে হঠযোগের কোনো কথাই নেই। কেবল নলেজকে বুঝতে হবে। গড ফাদারের নলেজ কেউ জানে না। এরা তো বলে দেয় যে গড হলেন সর্বব্যাপী। একেই বলা হয় মিথ্যা জ্ঞান। তোমরা এখন ফাদারকে জেনে গেছো। সকলের ফাদার হলেন এক। তিনিই এসে সৃষ্টিকে পতিত থেকে পাবন বানান। তোমরা হলে বাবার সহায়ক। পতিত থেকে পাবন হয়ে পুনরায় পাবন দুনিয়াতে যাবে। সেখানে পাবন দৈবী রাজ্য পরিচালিত হয়। পাবন দুনিয়ার জন্য তোমরা রাজযোগ শিখছো। পুনরায় টিচার হয়ে তোমাদেরকে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান প্রদান করেন। যার দ্বারা তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী রাজা রাণী হবে। ঘর-গৃহস্থে থেকে এই স্থিতিকে পরিপক্ক করতে হবে। তোমাদেরকে কতোই না সহ্য করতে হয়! মার খাও, এই যজ্ঞে অসুরদের দ্বারা অনেক বিঘ্ন আসে! অবলাদের উপরে অত্যাচার হয় - বিকারের কারণে। কংগ্রেসীরা সেখানকার জেলে যেত আর তোমরা কংস-জরাসন্ধীদের জেলের বন্ধনে রয়েছো। একটু তো সহ্য করতে হয়। পবিত্র থাকার বিষয়ে তোমাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। হ্যাঁ, কিছু দুর্বল পুরুষ আছে, যাদের জন্য স্ত্রীদের সহ্য করতে হয়। না হলে তো ভারতবর্ষের একটা ভালো নিয়ম হলো ৬০ বছরের পর বাণপ্রস্থ অবস্থাকে ধারণ করে। তারপর গৃহ ত্যাগ করে বাড়ির চাবি বাচ্চাদের দিয়ে দেয়, ঘর সংসার সামলানোর জন্য। সুপুত্র বাচ্চারা খুব ভালো ভাবে দেখাশোনা করে। বাবা, সেবা করে বড় করেছেন, তাই বাচ্চাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো তার দেখাশোনা করা। বাচ্চারা বলে যে - আপনি সৎসঙ্গ ইত্যাদি করুন, আমরা দেখাশোনা করবো। আজকাল তো বাচ্চারাও শত্রু হয়ে গেছে। বাচ্চারা, তোমাদের যুদ্ধ হলো মায়া রাবণের সাথে। গান্ধীজির মতে চলে তারা ভারতবাসীকে বিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত করেছে।

তোমাদের উপরে মায়া রাবণ ২৫০০ বছর রাজত্ব করেছে। এই মায়া বড়ই বলবান। তাদের তো মুক্ত হতে ৪০ - ৫০ বছর লেগে গেছে। পরিশ্রম লাগে। এখানেও তোমরা শ্রীমৎ এর আধারে বিজয় প্রাপ্ত করো। রাবণ হলো তোমাদের অনেক পুরানো শত্রু। তোমাদেরকে তো গুলি মারতে থাকে শত্রু মায়া। সবচেয়ে বড় বম্ব হলো কাম। মায়ার থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা যত স্মরণ করবে ততই খুশীর পারদ ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকবে। তোমরা জানো যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি। শ্রীমতের দ্বারা স্বরাজ্য স্থাপন করে থাকি - ২১ জন্মের জন্য। কংগ্রেসীরা স্বরাজ্য নিয়েছিল অল্পকালের জন্য। সেটা কোনো স্বরাজ্য নয়, আরও সমস্যার। বরং তোমরা জানো যে, মৃগতৃষ্ণা সম রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছে। কংগ্রেস কীভাবে গঠিত হয়েছে - এ কোনো গীতা - ভাগবতে লিখিত নেই। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, তারা তো আসলে কিছুই পায়নি। বড়জোর এম. পি. ইত্যাদি হয়েছে, তাও অল্পকালের জন্য ক্ষণভঙ্গুর। এখন তো হলো সকলে দুঃখী। আমরা স্বর্গের স্থাপনা করছি। ড্রামাতে তো তোমাদের বিজয় নির্ধারিত রয়েছে। তোমরা রাজযোগ শিখছো। তোমরা জানো যে আমরা সূর্যবংশী হবো। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা সূর্যবংশী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো নাকি চন্দ্রবংশী হওয়ার জন্য? তখন তোমরা বলো যে, আমরা সূর্যবংশী হওয়ার জন্য করছি। যারা মাম্মা-বাবা বলে, তারা অবশ্যই সূর্যবংশী হবে। তোমাদেরকে বলা হয় ফলো ফাদার - মাদার। মাতা পিতা তাঁরা। এনারা সূর্যবংশী মহারাজা - মহারানী হন। এটা তো সকলের ১০০ পার্সেন্ট নিশ্চয় রয়েছে। মাতা - পিতা বাচ্চাদেরকে বলেন, তোমাদেরও পুরুষার্থ করে সিংহাসনে আসীন হওয়া উচিত। পুরুষার্থ করে ফলো করা উচিত।

কেউ শুভ কথা বললে বলা হয় - আচ্ছা, তোমার মুখে গোলাপ। আরে, সূর্যবংশী হওয়া কোনো কম কথা নাকি! কতো কতো হীরে জহরত খচিত মহল হবে! কতো উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে! এই সব কথা ভাবলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বাবা আমাদেরকে কতো উচ্চ বানিয়ে তোলেন! আমরা তো কিছুই জানতাম না। গাঁয়ের ছাওয়াল বলা হয় না! গায়ের ছাওয়াল কৃষ্ণ ছিলেন না। এখানে অনেক গ্রামের মানুষ উপস্থিত আছেন। গরীবদেরই তো হলো সৌভাগ্য। বড়লোকদের তো হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। বাবা বলেন আমি তো হলাম দীননাথ। দেখতেই তো পাচ্ছো যে কারা কার আসছে উত্তরাধিকার নিতে। কারো সাথে দেখা হলেই বলো, আমরা ভারতের সার্ভিসে রয়েছি। তন - মন - ধন নিয়োজিত করে ভারতকে সেবা করবার

সার্ভিসে রয়েছি আমরা। তন - মন - ধন দিয়ে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করছি। তো যে কোনো ইনকাম ট্যাক্স অফিসারই তোমাদেরকে সাথে সাথে মাফ করে দেবে। ওই গভর্নমেন্টের অধীনে তো অনেক টাকা পয়সা বরবাদ হতে থাকে। তোমাদের টাকা পয়সা তো ভারতকে আবাদ করে তোলে। কতখানি তফাৎ! যাকে বোঝাবে সে চমকে যাবে যে - ওহো! এ তো অনেক বিরাট বড় সার্ভিস করছে এরা! এই রকম সার্ভিস করো। অত্যন্ত মিষ্টি মধুর হও। সত্য সাহেবের প্রতি সত্য হয়ে থাকতে হবে। সত্য সাহেবকে স্মরণও করতে হবে। সত্য খন্ডের মালিক যদি হতে হয়, তবে সত্য পিতাকে নিরন্তর স্মরণ করার অভ্যাস করো। স্মরণ করতে করতে সুখ অনুভব করতে থাকো। এমন কেউই নেই যাদের কলহ বিবাদ মিটে গেছে। কিছু না কিছু অসুখ বিসুখ ইত্যাদি হতেই থাকে। সেখানে তোমাদের এ'সব কিছুই হবে না। বাবা এই রকম নেচার কিওর করে দেন যে তোমরা কখনোই রোগী হবে না। ২১ জন্ম তোমরা নিরোগী হয়ে যাও। তো এতখানি নেশাতে থাকা উচিত। তুলনা করে বুঝিয়ে দাও -- পান্ডব - কৌরব কী কী করেছে...। সেই বাপুজী কী করেছিলেন, এই অসীম জগতের বাপুজী কী করছেন? বাবা তোমাদেরকে রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করেন। সেই বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তিনি হলেন বাবাও, টিচারও, সদ্গুরুও। জন্ম জন্মান্তরের পাপ মাথার উপরে রয়েছে। তার থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় হলো একটিই। ওই জলের গঙ্গা কাউকেই পবিত্র বানাতে পারে না। এই বাবার স্মরণই পবিত্র বানায়। এমন নয় যে নেষ্ঠা বা ধ্যানে বসো। হ্যাঁ বসাটাও অবশ্যই ভালো। একে অপরের বল এ বসে যেতে পারবে। কিন্তু বাবা বলেন - যেভাবেই বসো, চলতে ফিরতে কাজকর্ম করতে করতেও স্মরণ তো করতেই হবে। ওই স্কুলে টিচার যখন পড়ায়, তো স্টুডেন্টদেরকে তো টিচারকে অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা বসে যাওয়া উচিত যে, আমাদেরকে বাবা পড়ান। এই রকম কেউই নেই যে বাবাকে টিচারকে স্মরণ করে না। তোমরা তো জানো যে, এখন ফিরে যেতে হবে, তাই সদ্গুরুরকেও স্মরণ করতে হয়। তোমরা ওয়ান্ডারফুল সব কথা শুনিয়ে থাকো। আমাদের বাবা, টিচার, সদ্গুরু - সত্য পিতা, সত্য টিচার, সত্য গুরু। সত্যের সঙ্গই উপরে ওঠায় অর্থাৎ মুক্তি - জীবনমুক্তিতে নিয়ে যায়। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে সবাই ফিরে যাবো। তারপর এসে নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করবো। তোমাদের এটা হলো রেস, অসীম জগতের ঘৌরদৌড়। প্রত্যেকে বলে আমি আগে পৌঁছাবো। তার জন্য স্মরণ করতে হবে। স্টুডেন্টকে রেস করানো হয়। যত বেশী পুরুষার্থ করবে ততই বিজয় মালাতে গাথা পড়বে। আচ্ছা!

মাতা - পিতা বাপদাদার মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে আন্তরিক ভালবাসার সাথে স্মরণের স্নেহ-সুমন। তোমরা অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠো। আমরাই সেই (হম সো) পূজ্য দেবী দেবতা ছিলাম, তারপর আমরা পূজ্য দুই কলা কম ক্ষত্রিয় চন্দ্রবংশী, হয়ে যাই। তারপর আমরা পূজারী বৈশ্য বংশী, শূদ্রবংশী হই। এখন পুনরায় আমরা পূজারীর থেকে পূজ্য হচ্ছি শ্রীমতের আধারে। এই চক্র বুদ্ধিতে ঘোরাতে হবে। আচ্ছা - আত্মাদের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ভারতকে সমৃদ্ধশালী (আবাদ) বানাতে নিজেদের তন - মন - ধন সব সফল করতে হবে। অত্যন্ত মিষ্টি মধুর হয়ে সেবা করতে হবে। সত্য খন্ড স্থাপন করবার জন্য সত্য থাকতে হবে।

২) বিজয় মালাতে গাথা হওয়ার জন্য রেস করতে হবে। চলতে ফিরতে কাজকর্ম করতে করতে বাবা - টিচার - সদ্গুরুকে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ- ত্যাগ আর তপস্যার সহযোগের দ্বারা সেবাতে সফলতা প্রাপ্তকারী নিরন্তর তপস্বী-মূর্তি ভব

সেবাধারী অর্থাৎ ত্যাগ আর তপস্যা-মূর্তি। ত্যাগ আর তপস্যা এই দুইয়ের সহযোগের দ্বারা সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত হয়। তপস্যা হলোই এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, এটাই নিরন্তর তপস্যা করতে থাকো তাহলে তোমাদের সেবাস্থান তপস্যাকুণ্ড হয়ে যাবে। এই রকম তপস্যাকুণ্ড তৈরী করো, তবে বহ্নিপতঙ্গরা আপনিই আসবে। মন্সা সেবার দ্বারা শক্তিশালী আত্মারা প্রত্যক্ষ হবে। এখন মন্সার দ্বারা ধরনীকে পরিবর্তন করো - এটাই হলো বৃদ্ধি করবার বিধি।

স্লোগানঃ- নম্রতা আর ধৈর্যের শক্তির দ্বারা ক্রোধাগ্নিকে শান্ত বানিয়ে দাও।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের

অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;